ব্যক্তি

ভারতীয় ক্রিকেটের আইকন রাহুল দ্রাবিড় ১৯৭৩ সালে ইন্দোরে জন্ম নেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে তাঁর ক্রিকেটে হাতেখড়ি। প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক দ্রাবিড় টেস্টে ১০০০০ রান এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মোট ২৫০০০ রান করেন। বর্তমানে তিনি অনূর্ধ্ব ১৯ ভারতীয় দলের কোচ। অর্জুন (১৯৯৮), পদ্মশ্রী (২০০৪), পদ্মভূষণ (২০১৩)-এ ভূষিত তিনি।

শুক্রবার, ২৬ পৌষ ১৪২৫ ■ ৩৯ বর্ষ ■ ২৩৩ সংখ্যা

স্বস্তি-অস্বস্তি

উচ্চবর্ণ তথা সাধারণ শ্রেণির পিছিয়ে পড়া অংশের জন্য সংরক্ষণ বিল লোকসভায় পাস হয়েছিল, বুধবার রাজ্যসভাতেও তা পাস হয়ে গেল। এখন রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর হলেই তা আইনে পরিণত হবে। এই বিল পাসকে প্রধানমন্ত্রী ব্যাখ্যা করেছেন 'সামাজিক ন্যায়ের জয়' বলে। এতে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া উচ্চবর্ণের জন্য চাকরি ও শিক্ষাক্ষেত্রে দশ শতাংশ সংরক্ষণের সুবিধা নিশ্চিত হল। উল্লেখ্য, লোকসভার মতোই রাজ্যসভাতেও বিরোধী দলগুলি সংরক্ষণ বিলটিকে সমর্থন করেছে। ফলে বিলটি অনায়াসে পাস হয়ে যায়। সংরক্ষণ বিলটি এভাবে পাস হয়ে যাওয়ায় নিশ্চয় স্বস্তি অনুভব করছে শাসকদল। কিন্তু তাদের জন্য যথেষ্ট অস্বস্তিও তৈরি হয়েছে। এই বিলের উদ্দেশ্য যে রাজনৈতিক চমক সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়, বিরোধীরা সেই কথা বলছে। তবে এই চমক, যাকে বলা হচ্ছে সামাজিক ন্যায়ের জয়, তা আগামী লোকসভা নির্বাচনে শাসকদলের জন্য জয়কে কতটা সহজলভ্য করবে তা নিয়ে কিছু বলা মুশকিল। বিরোধীরা ইতিমধ্যে বলতে শুরু করেছে, দেশের অবস্থান হল- চাকরি নেই, সংরক্ষণ আছে। এই বাস্তবতা শাসকের জন্য অবশ্যই অস্বস্তিকর। আগে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার। তারপরে তো সংরক্ষণ। প্রশ্ন উঠেছে, উচ্চবর্ণের পিছিয়ে থাকাদের জন্য সংরক্ষণ দেওয়ার ফলে কত শতাংশ মানুষ বর্তমানে সংরক্ষণের আওতায় আসছে? রাজ্যসভায় দেওয়া একাধিক হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে উচ্চবর্ণের ৯৬ শতাংশ মানুষই আসছে সংরক্ষণের আওতায়। উচ্চবর্ণের পিছিয়ে থাকা তথা গরিবদের জন্য যে সংরক্ষণ তা পেতে গেলে যে যোগ্যতামান তা হল, বছরে আট লক্ষ টাকার কম আয়, এক হাজার বর্গফুটের কম মাপের বাড়ি, পাঁচ একরের কম জমি। বলা হচ্ছে দেশে এরকম পরিবারের সংখ্যা অন্তত ৯৬ থেকে ৯৭ শতাংশ। বছরে আটলক্ষ টাকার বেশি আয়ের পরিবার দেশে খুব বেশি হলে তিন থেকে চার শতাংশ। ফলে উচ্চবর্ণের মধ্যে সরকারি চাকরি ও উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের জন্য সংরক্ষণ দেওয়া সত্ত্বেও প্রতিযোগিতা প্রায় একই থেকে যাবে। অন্যদিকে, আরও কিছু দাবি সামনে চলে এসেছে। যেমন সমাজবাদী পার্টি দাবি করেছে, ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণ ২৭ শতাশ থেকে বাড়িয়ে দ্বিগুণ অর্থাৎ ৫৪ শতাংশ করা হোক। সুপ্রিমকোর্ট সংরক্ষণের সীমা বেঁধে দিয়েছিল ৫০ শতাংশ। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই সীমা ভেঙে দিয়েছে। সমাজবাদী পার্টির বক্তব্য, সেই সীমাই যখন থাকছে না, তখন ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণ ২৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে দিতে অসুবিধা কোথায়? একইভাবে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করার দাবিও উঠেছে। কংগ্রেসের পক্ষে দাবি তোলা হয়েছে, মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস করে দেওয়া হোক। বহুজন সমাজ পার্টি বলছে, চাকরির প্রোমোশনের ক্ষেত্রে দলিত ও অনগ্রসরদের জন্য সংরক্ষণ দিতে হবে। মুসলিমদের জন্যও সংরক্ষণ চাওয়া হয়েছে। সংসদের বাইরেও সংরক্ষণ নিয়ে দাবি উঠেছে। গুজ্জর, প্যাটেল, জাঠ সম্প্রদায়ও পৃথকভাবে সংরক্ষণ চায়। সামনেই নির্বাচন। শুধু শাসকদল কেন, এই সময়ে বিরোধী দলগুলিও নিজেদের কৌশলে সংরক্ষণকে হাতিয়ার করতে চাইলে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু যখন কোনো দল এই ধরনের দাবিতে সোচ্চার হবে তখন শাসক যদি চুপ থাকে বা সেই দাবিতে সাড়া না দেয় তাহলে তার প্রভাব পড়তে পারে ভোট বাক্সে। তাছাড়া এই সংরক্ষণ বিলকে সামনে রেখে বহু বিষয় ও বক্তব্য উঠে আসছে যা শাসকের জন্য অস্বস্তিকর। সবচাইতে বড়ো কথা, সরকারি চাকরি বর্তমানে প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছে কেন্দ্রের মোদি সরকারের শাসনকালে। এই পরিস্থিতিতে সংরক্ষণ তো প্রায় অর্থহীন। বিরোধীদের এইসব সমালোচনা, যুক্তি সাধারণ মানুষকেও ভাবাবে। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য উচ্চবর্ণের সংরক্ষণ নিয়ে প্রচার শুরু করেছেন, তবে সেক্ষেত্রে একটা শঙ্কা থেকে যাচ্ছে। আগামী লোকসভা ভোটকে লক্ষ্য ধরে যে সংরক্ষণ বিল পাস করানো হল তা দলিত ও ওবিসি ভোটব্যাংকে শাসকদলের ভাবমূর্তি কতটা উজ্জ্বল করল তা ভাববার বিষয়। সুতরাং এই উচ্চবর্ণের সংরক্ষণ নিয়ে বেশি সোচ্চার হলে হিতে কিছুটা বিপরীত হওয়া অসম্ভব নয়।

অমৃতধারা

মহত্তম শক্তি উৎসারিত হয় বৃহত্তম বিঘ্ন থেকে। আমাদের বোধশক্তির অক্ষমতাই আবিষ্কার করেছে অন্ধকার। সত্যই আলো ছাড়া আর কিছুই নেই। শুধু সে আলোকশক্তি বেচারা মানুষী দৃষ্টিশক্তির সীমানার উপরে বা নীচে। তিমিরঘন নিশার মধ্যে চলে উজ্জ্বলতর ঊষার প্রস্তুতি। বিশ্বে দুটি মহান শক্তি কাজ করে—নীরবতা ও বাক্। নীরবতা আবাহন করে বাক্। নীরবতা সমর্থক, বাক্ কর্মে ব্রতী করে। নীরবতা হুকুম করে, বাক্ মন ভেজায়। নীরবতা দুই প্রকারের—এক হল জড়ত্বের অসহায় নিশ্চলতা যা বিলয়ের ঘোষণা করে এবং আর এক হল সর্বাধিপত্যের নীরবতা যার মধ্যে বিধৃত জীবনের সৌষম্য। নীরবতা, নিশ্চলতা, জ্যোতির্ময় নিষ্ক্রিয়তার সামর্থ্যের অধিকারী হলে অমরত্বের উপযুক্ত হবে।

কোলাহল ও কর্মের শক্তি বিপুল তাতে সন্দেহ নেই—জেরিকোর দেওয়াল কি কোলাহলের চোটেই ভেঙে পড়েনি ? কিন্তু স্তব্ধতার ও নীরবতার শক্তি অসীম, কারণ বৃহৎ শক্তিরাজিকে কর্মে লাগাতে তৈরি করে তারা। একান্ত আন্তর নীরবতাই আনে শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। বেশিরভাগ সময়েই আমরা বেঁচে থাকার অযথা চিন্তায় এত ব্যস্ত যে নীরব হয়ে দেখার অবকাশ পাই না। যেমন মর্তের প্রলোভনকে জয় করতে হবে, তেমনি স্বর্গেরও। জীবনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই তার সাধনা করা নয়, বরং আনন্দের জন্য। সবচেয়ে বেশি সাহায্য যা অন্যকে দেওয়া যায় তা হল বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে অবিচলিতভাবে অন্যের মঙ্গল কামনা করা। ভালোর মাপকাঠি ও মূল সূত্র হবে মঙ্গলের ভালো, কার্যকারিতা নয়।

–শ্রীঅরবিন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ২১৯৮

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি ঃ ১। নাস্তিক মুনিবিশেষ-ইনি বেদ, আত্মা, পরলোক ইত্যাদির অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না ৩। শরীর, দেহ ৫। পর্যন্ত, অবধি ৬। অরণ্য, উপবন, বাগান ৮। কাঁচা মাংস ১০। তর্কাতর্কি, ঝগড়া ১২। মাছ ব্যবসায়ী মুসলিম সম্প্রদায়বিশেষ ১৪। প্রচন্ড চাপ, তিরস্কার, বন, আগুন, তাপ ১৫। নতুন, নয় সংখ্যা বা সংখ্যক ১৬। পর্বতের গুহা।

উপর-নীচ ঃ ১। পীড়াপীড়ি ঢাকাঢাকি বা গোপনতা ২। অসংখ্য বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দ ৪। নদীর বালুকাময় তীরের যে পর্যন্ত জল ওঠে, সৈকত, চড়া ৭। নাকের এক পাশে পরবার গয়নাবিশেষ ৯। সপ্তাহের একটি বার বা একটি গ্রহ ১০। বিরক্তিকর, বাচালতা ১১। সাত প্যাঁচওয়ালা, সাত প্যাঁচওয়ালা কণ্ঠহার ১৩। সোনা, স্বর্ণমুদ্রা, ফুলবিশেষ।

সমাধান ■ ২১৯৭

পাশাপাশি ঃ ১। ছানতা ৩। মরমিয়া ৪। মঙ্গল ৫। মরকত ৭। রদ ১০। জগ ১২। হরতন ১৪। হবন ১৫। প্রসাধন ১৬। করাল।

উপর-নীচ ঃ ১। ছারখার ২। তামলি ৩। মলমল ৬। কনৌজ ৮। দস্তুর ৯। হনহন ১১। গয়সাল ১৩। কনক।

আমি তোমাদেরই লোক, কৃষকদের বোঝাতে চান মমতা

পশ্চিমবঙ্গে হঠাৎ 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্প ঘোষণার পিছনে বামপন্থীদের সিঙ্গুর থেকে নবান্ন এবং উত্তরকন্যা অভিযানের প্রভাব রয়েছে। দেশে কৃষকদের বিক্ষোভ দেখে ওই তাগিদ অনুভব করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, লিখেছেন মৈনাক কুণ্ডা।

মুখ্যমন্ত্রীর 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পের ঘোষণা থেকে পরিষ্কার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তার সঙ্গে বামেদের বন্ধ বিরোধিতায় রাজ্য সরকারের পদক্ষেপ। সবমিলিয়ে বলা যায়, বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেক সুখী কমরেড, এককালে রসেবশে থাকা কমরেড আজ নিজেকে দলের মধ্যে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ছোট্ট দ্বীপের চেয়ে বেশি কিছু দেখছেন না। কিন্তু রাজ্য প্রশাসন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনি বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত বামপন্থীদের আজও বেশ বড়ো করেই দেখছেন। রাজ্য সরকার ১৮-৬০ বছরের কোনো কৃষকের হঠাৎ মৃত্যু হলে অর্থসাহায্য করবে। কৃষিকাজ করতে সরকার কৃষককে অর্থসাহায্য করবে এর মধ্যে অবাক হওয়ার কোনো উপাদান থাকতেই পারে না। জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রে এমন ধারাই হওয়া উচিত সরকারি কর্মকাণ্ড। সেই সাহায্য যদি আসে বিষ মদে মৃত্যুর পর খয়রাতি, ক্লাবগুলোকে ডোনেশন, চুনোপুঁটি, খালবিল মেলায় সাহায্যকারী সরকারের কাছ থেকে প্রশ্ন ওঠে সরকারের ফিয়ার সাইকোলজি নিয়ে। রাজ্য সরকার তার অগ্রাধিকার বদল করছে। অর্থাভাবে সরকার তার কর্মীদের জন্য বকেয়া ফেলে রেখেছে, বেতন কাঠামো সংস্কারের কাজ করা যাচ্ছে না। রাজ্য কোশাগারের শূন্য অবস্থার মধ্যেই আবার নতুন করে দশ হাজার কোটি টাকা খরচ করার প্রকল্প ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার।

পনেরো বছর পর মধ্যপ্রদেশে এবং ছত্তিশগড়ে ক্ষমতায় ফিরে এসেছে কংগ্রেস। এই ক'দিন আগেও রাহুল গান্ধির ভাগ্যে বরাদ্দ ছিল শুধুমাত্র 'পাপ্পু' ডাক-এর কটাক্ষ হজম করা। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচনে ৩-০ জয়ের পর চিত্রনাট্য একদম বদলে গিয়েছে। 'পাপ্পু'ই আজ হয়ে উঠেছে বিরোধী রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। আজ কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সামনে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বামপন্থীদের ধন্যবাদজ্ঞাপন করেছেন। এই থ্যাংকস গিভিংটা হয়েছে প্রকাশ্যে এবং বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর। মুম্বইয়ে কৃষকদের লাল ঝান্ডা কাঁধে লং মার্চ-এর পর বাম কৃষক আন্দোলনকে হেলাফেলা করতে পারছে না কোনো দলই। সাম্প্রতিক অতীতে সিঙ্গুর থেকে নবান্ন কিংবা উত্তরকন্যা অভিযান এর পরই হল 'কৃষক বন্ধু' প্রকল্পের ঘোষণা। ১৮-৬০ বছর বয়সি কৃষকের হঠাৎ মৃত্যু হলেই সরকারি সাহায্য। বাংলার মাটিতে কৃষক আত্মহত্যা করছে মেনে নেওয়াটা আত্মগরিমায় লাগে। বিকল্প হল হঠাৎ মৃত্যুতে সাহায্য। বাস্তব হল ঋণগ্রস্ত কৃষক আত্মহনন করে। অন্য কিছু রাজ্যে বেশি, এই রাজ্যে তুলনামূলক কম। ফারাক এটাই। গত ৪ জানুয়ারিতে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে এক আলুচাষির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পরিবারের দাবি, ফসলের দাম না পেয়ে এবং দেনা শোধের তাগাদায় হতাশা থেকে আত্মঘাতী হয়েছেন গোলাম আম্বিয়া মল্লিক। জেলাশাসক বলছেন, তদন্ত করে দেখা হবে।

মধ্যপ্রদেশের ঘটনাক্রম বেশ চমকপ্রদ। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে বিজেপির শিবরাজ সিং চৌহান সরকার রেকর্ড সংখ্যক পাঁচবার 'কৃষি কর্মণ' পুরস্কার পেয়েছে কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তর থেকে। কৃষিক্ষেত্রে বিশেষত গম এবং ডাল উৎপাদনে ভীষণ ভালো অগ্রগতির জন্য। সেই রাজ্যেই কৃষক ফসলের দাম না পেয়ে রাজপথে ফসল ফেলে গিয়েছেন। কৃষক সংগঠনগুলো বারবার দাবি জানিয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী দেখাই করেননি কৃষক নেতাদের সঙ্গে। আজ পশ্চিমবঙ্গে বাগান বন্ধ করে বহাল তবিয়তে রয়ে যায় বাগান মালিক। বন্ধ বাগানের মালিকের করণীয় কাজ করতে সমস্ত প্রশাসন যন্ত্র পৌঁছে যায় বাগানে। সমস্ত জেলায়, রাজপথে, মিডিয়ায় প্রচার পাচ্ছে সরকারি সাফল্য। সেদিন শিবরাজ সিং চৌহান নিজে উদ্যোগী হয়ে গোটা প্রশাসন যন্ত্রকে নিয়ে 'নর্মদা যাত্রা' সংগঠিত করেন। রাজ্যের ১৬টি জেলায় ১৪৪টি বিধানসভা ক্ষেত্রে নর্মদা নদীর অভিমুখ বরাবর তিনহাজার কিলোমিটার এলাকায় চলে এই ছয়মাসের যাত্রা। উদ্দেশ্য ছিল একটাই, সরকারি সাফল্যের প্রচারাভিযান। কিন্তু শেষ অবধি সামলাতে পারলেন না। হতাশ কৃষকের দীর্ঘশ্বাস এবং বেকার যুবকের ক্ষোভের আগুনে ঝলসে গেল শিবরাজ সিং চৌহানের পনেরো বছরের তখ্ত। মধ্যপ্রদেশে ১৪ লক্ষ নথিভুক্ত বেকারের ১৩ লক্ষই শিক্ষিত বেকার। বাংলার সঙ্গে মিল অনেকটাই। এই রাজ্যের মালদায় ডোমের চাকরির জন্য আবেদন করেন পিএইচডি। প্রাইমারি স্কুলে চাকরির পরীক্ষার জন্য বাস-ট্রামে বাদুড়ঝোলা হয়ে পরীক্ষা দেয় বেকারবাহিনী। সংখ্যার বিচারে না হয় নাই ঢোকা হল। মধ্যপ্রদেশে ২০১৭ সালে মাত্র দুশো পিওন পদের জন্য দরখাস্ত জমা পড়েছিল ১ লক্ষ ৩১ হাজার। ওখানেও পিএইচডি, ইঞ্জিনিয়ারিং, স্নাতক, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট দরখাস্তকারীরা ছিল। এই পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রদেশে কৃষি ঋণ মকুব এবং ৪০০০ টাকা মাসিক বেকার ভাতার প্রতিশ্রুতি জাদুজাল তৈরি করে ভোটারদের মনে। বামপন্থীরাও কৃষিঋণ মকুবের দাবি তুলে রাস্তা সরগরম করার চেষ্টা করছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থা রয়েছে, কমিশন ফর এগ্রিকালচারাল কস্টস অ্যান্ড প্রাইসেস। এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতেই ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঠিক হয় ফসলের। এই কমিশনের সুপারিশ থেকে পশ্চিমবঙ্গের মূল ফসলের উৎপাদনশীলতার একটা ছবি উঠে আসে। কোনো সন্দেহ নেই ভেতো বাঙালির রাজ্যে প্রধান ফসল ধান। দেখা যাচ্ছে, ধান উৎপাদনের কম্পাউন্ড অ্যানুয়াল গ্রোথ রেট (সিএজিআর) দেশের গড়ের চেয়ে কম হারে বাড়ছে। ২০১১ -১২ থেকে ২০১৭-১৮ এই সময়কালে দেশে ধান উৎপাদন বৃদ্ধির সিএজিআর ০.৯ ছিল। দেশের গড়ের চেয়ে অনেক বেশি হারে ধান উৎপাদন বাড়াতে পেরেছে বাংলার প্রতিবেশী রাজ্য অসম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ নেমে এসেছে দেশীয় গড়ের অনেক নীচে (০.২)। এই অবস্থার কারণ বোঝা যায় সরকারি বিজ্ঞাপনে 'ধান দিন, চেক নিন'-এর প্রচারে। রাজ্যের জলাধারগুলোতে জলের আকাল। চাষি সেচের জন্য নলকূপ, পাম্পসেটের ব্যবহার করতে বাধ্য। লাগামছাড়া হারে বেড়েছে বিদ্যুৎ, পেট্রোপণ্যের দাম। বেড়েছে সারের দাম। কৃষকের খরচ বেড়েছে। ফড়েদের পাল্লায় পড়ে ফসলের ন্যায্য দাম ঘরে তুলতে পারছে না কৃষকরা। 'জয় জওয়ান, জয় কিষান'-এর দেশের এই সুজলা সুফলা বাংলায় কৃষক ধান চাষ বাড়াতে পারছে না। এর প্রভাব সার্বিকভাবে পড়ছে কৃষকের দরমার বেড়ার ভিতর হেঁশেলে।

কোনো ফসলের উৎপাদনশীলতা তো একদিনে কমতে পারে না। ধীরে ধীরে কমছে। সরকার থেকে তখন কোনো চেক ভাল্ব বসানো হয়নি। প্রথাগতভাবে যে চাষ করে আসা, সেই ধান চাষে প্রাপ্য আসছে না। পাট-এর দরজা তো কবেই বন্ধ। আলু চাষে ঋণে জর্জরিত হওয়ার আশঙ্কা। কৃষকের ক্ষোভ জন্মাচ্ছে। বামপন্থী কৃষক নেতারা বাম আন্দোলনের নিভন্ত চুল্লিতে একটু আগুন দেওয়ার জন্য কৃষিঋণ, ন্যায্যমূল্যের ইশ্যুকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কৃষক আন্দোলনের প্রভাব জানেন। সরকার গরিব কৃষকের দিকে দেখছে না। শিল্পপতির দিকে ঝোল টানছে। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম থেকে ওঠা এই আওয়াজ ৩৪ বছরের বাম শাসকের অবসান ঘটিয়েছে। কৃষকের ক্ষোভ উলটে দিয়েছে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়ের গদি। কাজেই মুখ্যমন্ত্রী কোনো ঝুঁকি না নিয়ে 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। কৃষকদের ক্ষতে মলমের প্রলেপ পড়ে কিনা, এই প্রকল্পে দেখার এখন সেটাই। এটা মানতেই হবে সিঙ্গুর থেকে নবান্ন।

দেখা যাচ্ছে, ধান উৎপাদনের কম্পাউন্ড অ্যানুয়াল গ্রোথ রেট (সিএজিআর) দেশের গড়ের চেয়ে কম হারে বাড়ছে। ২০১১ -১২ থেকে ২০১৭-১৮ এই সময়কালে দেশে ধান উৎপাদন বৃদ্ধির সিএজিআর ০.৯ ছিল। দেশের গড়ের চেয়ে অনেক বেশি হারে ধান উৎপাদন বাড়াতে পেরেছে বাংলার প্রতিবেশী রাজ্য অসম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ নেমে এসেছে দেশীয় গড়ের অনেক নীচে।

জনমত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

কাশ্মীরকে সন্ত্রাসবাদীদের মুক্তাঞ্চল হতে দেব না

গত ২৮ ডিসেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয় 'সন্ত্রাসের শিকড়' পড়ে কিছু কথা বলতে চাই। আমাদের দেশে যেভাবে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে গোয়েন্দা সংস্থাগুলির আরও তৎপর হওয়া প্রয়োজন। কাশ্মীর উপত্যকায় দীর্ঘদিন ধরে নিরীহ মানুষদের ঢাল বানিয়ে জঙ্গি সংগঠনগুলো তাদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সেনাবাহিনী ধৈর্যের সঙ্গে স্থানীয় পাথরবাজদের মোকাবিলা করে সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে মিশে থাকা সন্ত্রাসবাদীদের বেছে বেছে চিহ্নিত করার অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ করে চলেছে। এই অবস্থায় নিজেদের আত্মরক্ষার তাগিদেই কখনও নিরুপায় হয়ে তারা উত্তেজিত জনতার উপর গুলি চালাতে বাধ্য হয়।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। কিন্তু গত বছর মে-জুনে রমজান মাস উপলক্ষ্যে ভারত সরকার কাশ্মীরে সংঘর্ষবিরতি বলবৎ করার পর কী ঘটেছিল? ভারতের এই উদারতার জবাব দিয়েছিল পাকিস্তান অন্যভাবে। সংঘর্ষবিরতির সুযোগে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর জম্মুর বিভিন্ন অসামরিক অঞ্চলে নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করেছিল। কমপক্ষে ১৮ জন গ্রামবাসী এই হামলায় মারা গিয়েছিল, যার মধ্যে একটি আট মাসের শিশুও ছিল। জম্মু, কাঠুয়া, সাম্বা জেলার অন্তত একশোটি গ্রামের মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে আশ্রয় শিবিরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

সুতরাং, পাকিস্তানের মুখে মানবাধিকারের কথা মানায় না। জম্মু-কাশ্মীরের সব অঞ্চলের মানুষ স্বাধীনতার দাবি করছে না। জম্মু ও কাশ্মীরের ম্যাপের দিকে তাকালে দেখা যাবে, লাদাখ, জম্মু ও কাশ্মীরের মধ্যে একমাত্র কাশ্মীর উপত্যকার ৭ শতাংশ যা আয়তনে আমাদের মণিপুর রাজ্যের সমান, সেখানে মানুষ অশান্তির সৃষ্টি করছে। বাকি মানুষ পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদের প্ররোচনায় পা না দিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করছে।

ভারত আজ বিশ্বে একটি আর্থিক শক্তি হিসেবে উঠে আসছে। তুলনায় পাকিস্তানের সত্যি বলতে কোনো মজবুত অর্থনীতিই নেই। এতদিন জাল নোটের ব্যবসা করে তারা কিছু অর্থ উপার্জন করত। কিন্তু নোটবন্দির পর সেটিও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

সারাদেশের মানুষকে আজ সেনাবাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিতে হবে যে, আমরা ভূস্বর্গ কাশ্মীরকে কিছুতেই সন্ত্রাসবাদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হতে দেব না। একইসঙ্গে মৌলবাদী ও দেশদ্রোহীদের চিহ্নিত করে সমাজের মূলস্রোত থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করতে সকলকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

তরুণকুমার পণ্ডিত
কাঞ্চনতার, মালদা।

বটগাছের প্রাণভিক্ষা

ময়নাগুড়ি-রামশাই পাকা সড়ক সম্প্রসারণের জন্য ঠিকাদারকে অনুমোদন দিয়েছে জেলা প্রশাসন। জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের অধীনস্থ এই সড়কের দুইপাশে বড়ো বড়ো গাছগুলি কাটার জন্য ঠিকাদার নম্বর বসিয়েছেন। গাছগুলি কবে কাটা হবে, তার তথ্য জানা নেই। আমি পরম্পর জানতে পারি, অতি সত্বর গাছগুলি কাটা হবে। আমার বাড়ির দুয়ারের সামনে আমার বাবা আমার ছেলের 'জন্মদিন' উপলক্ষে একটি বটগাছের চারা রোপণ করেন ১৫ এপ্রিল ১৯৮৭ সালে। বর্তমান এই বটগাছটির বয়স ৩১ বছর।

এখন বটগাছটি বিশাল আকার নিয়েছে। এই বৃক্ষছায়া মানুষের বিশ্রামের জায়গা হিসাবে এলাকায় পরিচিতি পেয়েছে। বটগাছটি আমার ছেলের সমবয়সি হেতু সন্তানতুল্য জ্ঞান করি। আমরা বলি, একটি গাছ, একটি প্রাণ। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু বলে গিয়েছেন, গাছের প্রাণ আছে। এই জগতে গাছও একটি প্রাণী। এই প্রাণীকে কেন কেটে ধ্বংস করা হবে? পরিবেশ বান্ধব হিসাবে তার বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। এই ভাবনা সবার মধ্যে উদয় হোক।

অনুরোধ, দয়া করে আশ্রমপাড়ার ৪৩৬ নম্বর বটগাছটি কেটে ফেলবেন না। এই বটগাছে আমার বাবার, আমার ও আমার ছেলের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। এই স্মৃতি মুছে ফেলবেন না। আমি এই বটগাছের প্রাণভিক্ষা চাইছি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই অনুরোধ যাতে রক্ষা হয় তার ব্যবস্থা করুন।

ধীরেন হাজরা
আমগুড়ি বাজার, ময়নাগুড়ি।

বন্যপ্রাণ হত্যা ঃ কিছু কথা

আলিপুরদুয়ার জেলায় যেখানে সবচেয়ে বেশি বন্যপ্রাণ বিচরণ করে সেখানে বন্যপ্রাণী হত্যার খবর ২০১৬ সালের পর থেকে একটিও নেই। তাহলে কি আমরা বলব যে বক্সা ফরেস্ট ডিভিশন, জলদাপাড়া অভয়ারণ্য এখানে বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষার জন্য প্রচুর রক্ষী মোতায়েন করেছে ? তাঁদের হাতে বর্তমানে অত্যাধুনিক অস্ত্র ইত্যাদি মজুত থাকায় চোরাশিকারীরা কোনো বন্যপ্রাণ শিকার করতে পারছে না ? কিন্তু যে পরিকাঠামো নিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার বনরক্ষীরা কাজ করেন সেই একই পরিকাঠামো রয়েছে অন্যত্রও। তাহলে কোন জাদুবলে আলিপুরদুয়ার থেকে চোরাশিকারীরা উধাও হয়ে গেল ?

আমার মনে হয় অরণ্য-অপরাধের রাশ টানতে গেলে বন দপ্তর, পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং সাধারণ মানুষ, সর্বোপরি আইনজ্ঞদের বন রক্ষায় সমস্ত রকম ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হবে। ২০১৬ সালে সর্বশেষ বন্যপ্রাণী হত্যা হয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলায়। তারপর চোরাশিকারীদের গ্রেফতার করে কোর্টে পাঠানো হয়েছে এবং দু'মাসের মধ্যে যা যা করণীয় তা করা হয়েছে এবং অপরাধীরা সাজা পেয়েছে।

আমার মনে হয়, ১০০ শতাংশ কেসে Conviction করা হল কীভাবে তা নিয়ে সেমিনার হওয়া দরকার। উক্ত সাফল্যে নিয়োজিত আইনজীবীদের ডেকে আলোচনা সাপেক্ষে পুরো বিষয়টি আলোয় নিয়ে আসা দরকার। তাহলে বন রক্ষায় যথাযথ পদক্ষেপ করার ক্ষেত্রে সহজ হবে।

প্রশান্তনারায়ণ মজুমদার
বাবুপাড়া, আলিপুরদুয়ার

শীতলকুচির রাস্তা সম্প্রসারণে সংকটে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা

সম্প্রতি শীতলকুচির দীর্ঘ পাকা সড়ক, যা মহকুমা শহর মাথাভাঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত, তা সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। নিঃসন্দেহে সড়ক সম্প্রসারণের এই পদক্ষেপ ইতিবাচক। বর্তমানে যানজটের আধিক্যে সড়ক যন্ত্রণার দুর্বিষহ চিত্র প্রায়ই লক্ষ করা যায়। সড়ক সম্প্রসারণে নিত্য পথচারীরা নিরাপদে পথ চলে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে পাবে।

অপরদিকে, এতে অস্বস্তির কারণও ঘটেছে। অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে চৌপথি সহ পথপার্শ্বস্থ ছোটো দোকানগুলি, যা প্রায় অর্ধশতাব্দীরও বেশি প্রাচীন। পথের পাশে রয়েছে ছোটো চায়ের স্টল, পান বিক্রেতা, সেলুন, কেউ বা ফল বিক্রেতা। এইসব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী স্বল্প পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করে সাংসারিক দিন গুজরান করেন। সড়ক সম্প্রসারণে এই ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের স্থায়ী দোকানগুলি উৎখাত হবে। ইতিমধ্যে এহেন ফরমান জারি হয়েছে।

দিন গুজরানের সম্বলটুকু হারানোর শঙ্কায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কপালে এখন চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। বিকল্প হিসেবে সম্প্রতি নির্মিত সুপার মার্কেট নামক স্থানে নির্মীয়মাণ স্টলগুলিতে তাদের ব্যবসা স্থানান্তর করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু স্টল ক্রয়, সে তো কয়েক লক্ষ টাকার গল্প। স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়ীদের সে অর্থের জোগান কোথায় ? এছাড়াও মূল চৌপথি দোকানপাটহীন শূন্যতায় ভরে উঠলে জনসমাগমের আনাগোনা ও গতি যেমন কমবে তেমনি চৌপথি হারাবে তার আপন গরিমা ও সৌন্দর্য।

পথপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের রুজি রোজগারের কথা আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করে, পথ সম্প্রসারণ শেষে অবশিষ্ট ফুটপাথে তাদের পুনঃস্থলাভিষিক্ত করলে অন্তত রুজি-রোজগারের প্রতিবন্ধকতা দূর হবে।

স্থানীয় ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতি এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করলে নিঃসন্দেহে সমাধানের পথ পাওয়া যাবে। আশা করব, উভয় প্রশাসনের প্রচেষ্টা ঠিক সেই পথেই এগোবে।

রতনকুমার রায়
বিডিও অফিসপাড়া, শীতলকুচি।

মানবিকতা, সহমর্মিতা

গত ২৭ ডিসেম্বর 'সাহায্যে এগিয়ে এল শিলিগুড়ির পুলিশ, মানুষ' শীর্ষক সংবাদ পড়ে শিলিগুড়িবাসী হিসেবে গর্ববোধ করছি। আমারই মতো হয়তো আবেগে আপ্লুত সকল শহরবাসী। বাংলাদেশ থেকে আসা আবদুল কাদের মহাশয় তাঁর মৃত ছেলের দেহ নিজ দেশে ফেরাতে গিয়ে আইনি জটিলতার মধ্যে পড়েছিলেন। এহেন কঠিন পরিস্থিতিতে সদ্য পুত্রহারা মানুষটিকে আর্থিক, মানসিক ও আইনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন বাগডোগরার পুলিশ প্রশাসন ও সাধারণ মানুষ। সকলের সহযোগিতায় তিনি ছেলের মৃতদেহ নিয়ে দেশের উদ্দেশে রওনা দেন। মানবিকতা ও সহমর্মিতার এক অনন্য উদাহরণ।

বীণা বল,
শক্তিগড়, শ্রীপল্লি, শিলিগুড়ি বাজার।

প্যাঁচফোড়ন

সুখের আমার অসুখ করেছে

উত্তরায়ণ দেব

'রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, তবু বলে রানি, আমার কাঁদতে ইচ্ছে করে।' কেন করে ? রানি কি পাগল ? রানির পা গোল নয় পা স্বাভাবিক, হতে পারে রাজা হাত অর্থাৎ নাগালের বাইরে। কারণ হারেমে নিত্যনতুন 'আইটেম'-এর আনাগোনা। তাই রানির সবকিছু থেকেও কিছুই নেই। রানির 'সুখ বলে সেই পাখিটা কাল মারা গিয়েছে!' রানি বুঝে গিয়েছে সুখ পাখিটা সোনা-দানা-হিরে-জহরতের খাঁচায় বন্দি থাকে না। এই পাখির বড়োই দেমাক। তার ইচ্ছে হলে রাজপ্রাসাদে না থেকে গরিবের ভাঙা কুটিরেও সে থাকতে রাজি। এ পাখি পোষ মানে না। অনেক সাধ্য-সাধনা, আপস করে তাকে ধরে রাখতে হয়। সেই কায়দাটা যে জানে পাখি তার, সে সুখী। আসল রাজা সে!

চলুন কথা বাড়াবার আগে দেখে নেওয়া যাক 'সুখ' আসলে কী। 'সু' অর্থে উত্তম আর 'খ' অর্থে জ্ঞানেন্দ্রিয়। অর্থাৎ আমার জ্ঞানেন্দ্রিয় যখন উত্তম অবস্থায় থাকে, তখন আমি সুখী। দামি বাড়ি, গাড়ি, নারী, দাড়ি বাহ্যিক কোনো কিছুই এই জ্ঞানেন্দ্রিয়কে উত্তম অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে না। এসব পেয়ে সুখী, ক্ষণিকের ভ্রমে ওরকম মনে হয়! আসলে সুখানুভূতির আবেগটা আসে ভেতর থেকে। মন সেই বেগটা তৈরি করে। বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা মেলে না। আর তাই 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা' কিংবা 'মেরা ভারত মহান' এই স্লোগানগুলো 'ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট, ২০১৮-র ফলাফলের নিরিখে বড়োই হাস্যকর। শুধু কথা দিয়ে কি আর চিঁড়ে ভেজে মামু। ভোটারদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেয়ে বোকা বানানো যেতে পারে, কিন্তু দেশের বাইরে যে জগতটা আছে সেখানে সকলে বোকা নয়।

রাষ্ট্রসংঘের অধীনে প্রতি বছরের মতো ২০১৮-তেও সারা বিশ্বের ১৫৬টি দেশের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে নাগরিকদের সুখে থাকার নিরিখে 'ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট, ২০১৮'প্রকাশিত হয়েছে। নাগরিকদের যেই বিষয়গুলো দেখা হয় তা হল মাথাপিছু আয়, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, মানসিক উদারতা, দেশের মধ্যে দুর্নীতি ইত্যাদি। খুব স্বাভাবিকভাবেই ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির অবস্থান খুবই নীচের দিকে। যেমন পাকিস্তান ৭৫, চিন ৮৬, ভুটান ৯৭, নেপাল ১০১, বাংলাদেশ ১১৫, শ্রীলঙ্কা ১১৬-তে। ২০১৮-র এই রিপোর্টে বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ হল ফিনল্যান্ড, নরওয়ে রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে, তৃতীয় ডেনমার্ক। জানি ভারতের অবস্থানটা নিশ্চয়ই জানতে চাইছেন। আরে বাবা, আপনি কতটা সুখী তা আপনার চেয়ে ভালো কে জানে! এই অসংখ্য 'আমি-আপনি' মিলেই সার্কভুক্ত অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে উন্নত ভারত সবচেয়ে অসুখি দেশ। 'ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট, ২০১৮-র প্রকাশিত ১৫৬টি দেশের তালিকায় ভারতের স্থান ১৩৩! না, এর পেছনে কোনো নোংরা রাজনীতি নেই। সত্যিটাকে বেশিদিন লুকিয়ে রাখা যায় না, পরিস্থিতি এলে ঝোলা থেকে বেড়াল বেরিয়েই যায়। এই রিপোর্টে যেমন বেরিয়েছে। শস্য-শ্যামলা, প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ, মুনি-ঋষি-মনিষীদের দেশের কেন এই হাল ? কেন আমরা এত অসুখী ? চলুন একটু 'তেহেকিকত' করি।

প্রতিটি বয়সে 'সুখ' লুকিয়ে থাকে নানাভাবে। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা খুশি হন কেউ পা ছুঁয়ে প্রণাম করে সম্মান দেখালে কিংবা যৌথ পরিবারে বাড়ির বউমা সাবেকি রান্না পরিবেশন করলে কিংবা ওনারা নিত্য দেবালয়ে গেলে। এখন ফ্ল্যাটবাড়ি কালচারে 'স্বামী, স্ত্রী আর অ্যালসেশিয়ান- জায়গা বড়োই কম'। উঠতি বয়সিরা খুশি হয় লেটেস্ট টেকনোলজির মোবাইল, বাইক, গাড়ি পেলে। আমরা ভীষণ তাড়াতাড়ি বদলে গিয়েছি, বদলে যাচ্ছি। বস্তুর মধ্যে সুখ খুঁজছি অথচ সুখ আসে ভেতর থেকে। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন-এর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে 'ডিপ্রেসড কান্ট্রি' তথা হতাশাপূর্ণ দেশ হল ভারত। এরপরে রয়েছে চিন এবং তারপরে রয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস। দেখা গিয়েছে শেষ ১০ বছরে আমাদের দেশের কর্পোরেট জগতের কর্মীদের মধ্যে হতাশা ও উদ্‌বেগ বেড়েছে প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতি দুজন কর্মীর মধ্যে একজন এর শিকার। এর একমাত্র কারণ 'ইয়ে দিল মাঙ্গে মোর' ফলে 'র‍্যাট রেস'! অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে মাঝের থেকে আমি নিজের ভেতরের সুখটাকে হারিয়ে ফেলছি। প্রয়োজনে অতিরিক্ত চাহিদায় রোজগার করাটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, অথচ খরচ করার সময় নেই। অ্যাকাউন্টে টাকা জমছে, অন্য কোথাও জমছে হতাশা। কোথায় ? আপনার মননে! অনুভবে! জন্ম নিয়েছে নতুন রোগ 'ফোমো'!